# বিএনপির পরিণতি আওয়ামী লীগের চেয়েও খারাপ হবে: এটিএম আজহার




এটিএম আজহার। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি বর্তমানে প্রশাসনে দলীয় প্রভাব বিস্তার ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মতো একই পথে এগোচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও রংপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য এটিএম আজহারুল ইসলাম। তিনি বলেন, এই ধারা থেকে বিএনপি সরে না এলে দলটির পরিণতি আওয়ামী লীগের চেয়েও খারাপ হতে পারে।

শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রংপুর মহানগর জামায়াত কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। ১১ দলীয় ঐক্যের ঢাকা-রংপুর লংমার্চের কর্মসূচি সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপির রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও সমালোচনা করেন এটিএম আজহারুল ইসলাম। তাঁর অভিযোগ, সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথে অংশ না নিয়ে দলটি জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। গণভোটের ফলকে পাশ কাটিয়ে সংস্কার কার্যক্রম এড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জুলাই আন্দোলনের প্রত্যাশার প্রতিও বিএনপি গুরুত্ব দেয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

১১ দলীয় ঐক্যের কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লংমার্চে উত্থাপিত বিষয়গুলো কোনো নির্দিষ্ট দলের স্বার্থে নয়। দেশের মানুষের বিভিন্ন দাবি এতে উঠে এসেছে। এসব দাবি বাস্তবায়নে নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষকে কর্মসূচিতে যুক্ত হয়ে লংমার্চ সফল করার আহ্বান জানান তিনি।

দেশের সার সংকট নিয়েও সরকারের সমালোচনা করেন জামায়াতের এই নেতা। তাঁর বক্তব্য, যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে সংকটের সমাধান হচ্ছে না। একই সঙ্গে সরকারদলীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সার ডিলার নিয়োগ বণ্টনের চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলন থেকে তিস্তা মহাপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইন বাতিলসহ ১১ দলীয় ঐক্যের ঘোষিত দাবিগুলো বাস্তবায়নের আহ্বান জানান এটিএম আজহারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চল পরিচালক মাওলানা আব্দুল হালিম, রংপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবুর রহমান বেলাল, রংপুর মহানগর জামায়াতের আমির এ টি এম আজম খানসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রংপুর জিলা স্কুল মাঠে ঢাকা-রংপুর লংমার্চের সমাপনী সমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে। এতে জামায়াতের আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, কর্নেল (অব.) অলি আহমদ, মামুনুল হকসহ ১১ দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।